The Daily Star
DHAKA SUNDAY DECEMBER 18, 2011

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিরাপদ অভিবাসন অর্থনীতির উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস

১৮ ডিসেম্বর ২০১১

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

০৪ পৌষ ১৪১৮
১৮ ডিসেম্বর ২০১১

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'-২০১১ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সকল অভিবাসী বাংলাদেশীদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে স্বীকৃত। এ দেশের সম্মানিত অভিবাসীগণের মেধা, সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর পাশাপাশি তারা তাদের আচরণ, কর্মকুশলতা ও নৈতিকতা দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অভিবাসীগণ দেশের এক একজন দূত। দেশপ্রেমের মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অভিবাসীগণ দেশের উন্নয়ন ও সম্মান বৃদ্ধিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বলে আমি মনে করি। অভিবাসীগণ ও তাঁদের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানাই।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'-২০১১ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বৈদেশিক কর্মসংস্থান অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুদৃঢ় ভিত রচয়িতা

বাংলাদেশে প্রতি বছর কাজের জন্য যোগ হচ্ছে প্রায় ২৫ লক্ষাধিক কর্মক্ষম মানুষ। সংবিধানের ২০ ও ৪০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে অভিবাসন অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি পৃথক মাত্রা যোগ করেছে। অভিবাসনের সাথে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় সরকার আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশী নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিতে সদা সচেষ্ট। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৭৮ লক্ষ পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন যথা-দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

২০১১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৫ লক্ষ ১৪ হাজার কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়োগ পেয়েছেন। এর মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা ২৮,২৪২ জন।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিএমইটি'র তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জেলায় ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৫টি কর্মসংস্থান উপযোগী ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গত ২০১০ সালে প্রায় ৫০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে স্ব-অর্থায়নে বৈকালিন সময়ে ২য় শিফটে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নতুন ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৫টি মেরিন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে চলছে। আশা করা যায়, ৩৫টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হলে বছরে লক্ষাধিক কর্মী প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারবে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ বছর ১৪০ কোটি টাকা সিডমানি নিয়ে একটি 'দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলের অর্জিত মুনাফা হতে প্রতি বছর কমপক্ষে ১৪ কোটি টাকা কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে। অধিক হারে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মী বিদেশে প্রেরণ করলে অভিবাসন ব্যয় ন্যূনতম হবে এবং অধিক হারে রেমিটেন্স প্রাপ্তি সম্ভব হবে।

বর্তমানে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য একজন কর্মীকে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় তা অত্যাধিক। বর্তমান সরকার অভিবাসন ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনার জন্য উচ্চ পর্যয়ের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছে। উক্ত কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক যুক্তিসংগত অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণের কাজ চূড়ান্ত করেছে। অভিবাসন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে বেসরকারী রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি সরকারি পর্যায়ে জি-টু-জি পদ্ধতিতে জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়ায় সরকারি পর্যায়ে জনশক্তি প্রেরণের মাধ্যমে প্রকৃত অভিবাসন ব্যয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং যুক্তিসংগত অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যেই সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন রিক্রুটিং এজেন্সি বোয়েসেল-কে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং বোয়েসেল-এর মাধ্যমে মাত্র ৫৩,০০০/- (তিপ্পান্ন হাজার) টাকা ব্যয়ে কর্মীগণ কোরিয়াতে যাচ্ছে এবং মাত্র ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অভিবাসন ব্যয়ে জর্ডানে গার্মেন্টস সেক্টরে নারীকর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন পাসের মাধ্যমে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' চালু করেন। কেউ বিদেশে চাকরি পেয়ে ঋণের আবেদন করলে বৈদেশিক চাকরির বিপরীতে এ ব্যাংক হতে সহজ শর্তে ঋণ নেয়া যাবে। কাজেই, বিদেশগামী কোন কর্মীকে অভিবাসন ব্যয় মেটাতে আর ভিটেমাটি বিক্রি করতে হবে না। এছাড়াও এ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে রেমিটেন্স পাঠাতে এবং বিদেশ হতে ফিরে ঋণ নিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়া যাবে।

বিদেশে কর্মী প্রেরণের বিভিন্ন তথ্যাবলী কেন্দ্রীয়ভাবে বিএমইটি'র ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি সহজীকরণের জন্য অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশনের করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফি জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক কর্মীকে স্মার্টকার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্ডে একজন কর্মীর সকল তথ্য এবং নিয়োগকর্তার তথ্য সংরক্ষিত থাকে।

বিদেশে কর্মীদের সার্বিক কল্যাণের কাজটি বাংলাদেশ দূতাবাসে অবস্থিত শ্রম উইংয়ের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে বিদ্যমান শ্রম উইংয়ের জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং নতুন ৩টি দেশে (জাপান, ইতালী ও জর্ডান) ৩টি শ্রম উইং খোলা হয়েছে। ফলে, এখন মোট শ্রম উইংয়ের সংখ্যা ১৬টিতে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান শ্রম উইংকে আরও শক্তিশালী করা এবং নতুন আরও ১২টি শ্রম উইং খোলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিদেশে নারী কর্মীদের অভিবাসন নিরাপদ ও প্রবাসে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করায় নারীকর্মী গমনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলা ও স্থানীয় প্রশাসন এবং মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগে কোনরকম মধ্যস্বত্বভোগী ব্যতীত বিদেশ গমনেচ্ছু নারী গৃহকর্মীদের মাঠ পর্যায় থেকে নির্বাচন করে সরকারি খরচে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল হতে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১ দিনব্যাপী হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে ডাটাবেজে নাম রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। বোয়েসেলের মাধ্যমে মাত্র ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অভিবাসন ব্যয়ে তাদেরকে বিদেশে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনশক্তি প্রেরণকারী ১১টি দেশের শ্রমমন্ত্রী সমভিব্যহারে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল কলম্বো প্রসেসের ৪র্থ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। সেখানে ২১ দফাবিশিষ্ট 'ঢাকা ঘোষণা'য় বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং তাদের অধিকার রক্ষায় একযোগে কাজ করার জন্য বাংলাদেশসহ ১১ জন শ্রমমন্ত্রী অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে কাজ করার ঘোষণা দেন। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালে অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণে ১৯৯০ সালে প্রণীত জাতিসংঘের সনদ স্বাক্ষর করে। এরপর এক যুগ পার হলেও তা অনুস্বাক্ষর করা হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে বাংলাদেশ এ বছর ২৪ আগস্ট সনদটি অনুস্বাক্ষর (র‍্যাটিফাই) করেছে; যা বাংলাদেশী কর্মীদের বিদেশস্থ কর্মস্থলে স্বার্থরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক লিবিয়ায় অবস্থানরত ৬০ হাজার বাংলাদেশী কর্মীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছে। সরকার আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা ও বড় বড় নিয়োগকর্তার সাথে যোগাযোগ করে দ্রুততম সময়ে লিবিয়া সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৬ হাজার ৬৫৮ জন বাংলাদেশী কর্মীকে সফলভাবে দেশে ফেরত এনেছে। বিমানবন্দরে এ সকল কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে এবং গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য কল্যাণ তহবিল হতে প্রত্যেক কর্মীকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের কাছে ঋণ গ্রহণ করে প্রত্যেক কর্মীকে ৫০০০০.০০/- টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিএমইটি নিরাপদ অভিবাসন ও প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও বিস্তৃতি লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

০৪ পৌষ ১৪১৮
১৮ ডিসেম্বর ২০১১

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষে আমি অভিবাসী কর্মী ভাই-বোনদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিপুল জনশক্তি অধ্যুষিত বাংলাদেশে বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান আমাদের জন্য একটি বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান বাজারে অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার সংরক্ষণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং অভিবাসীদের পরিবারের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই এ দিবস উদযাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৮ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী' দিবস উপলক্ষে বিদেশে কর্মরত সকল অভিবাসী কর্মীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। জনশক্তি রপ্তানি খাতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের আশাব্যঞ্জক হার দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে করেছে সুদৃঢ়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত অভিবাসী বাংলাদেশীদের ও বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসন প্রক্রিয়াকে আরও সাবলীল করার জন্য চালিয়ে যাচ্ছে অক্লান্ত প্রয়াস। কর্মীরা যাতে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং অভিবাসনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত করে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করেছে। এ সকল কর্মীরা যেন প্রতারিত না হয় তার জন্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ভিটেমাটি বিক্রি করে যাতে একজন কর্মীর অভিবাসন ব্যয় যোগাড় করতে না হয় সেজন্য একদিকে অভিবাসন ব্যয় নামিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে অপরদিকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে শ্রমিক ও প্রবাসীদের যাবতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এ দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন সচল রেখেছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স। "ডিজিটাল বাংলাদেশ" ও "রূপকল্প-২০১১ বাংলাদেশ"-এর স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে এবং দেশ গড়ার মহান যাত্রাপথে এ মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১১ এ সারা বিশ্বে কর্মরত অভিবাসী কর্মীদের সুখ-শান্তি এবং সাফল্য কামনা করছি এবং তারা দেশের মুখ অব্যাহতভাবে উত্তরোত্তর উজ্জ্বল করুক—এ প্রত্যাশা করছি।

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এম.পি

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী

আজ ১৮ ডিসেম্বর, ২০১১ 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস'। এ উপলক্ষে অগ্নিঝরা বিজয়ের মাসে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত সকল বাংলাদেশী অভিবাসী ভাইবোনদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্বে বাংলাদেশ এক অপার সম্ভাবনাময়ী এবং একই সাথে অন্যতম জনশক্তি পেরণকারী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে প্রায় ৭৮ লক্ষ বাংলাদেশী বিশ্বের ১৪০টির বেশি দেশে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে কাজ করছে। অভিবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির চাকাকে ক্রমেই বেগবান করছে। এ বৎসর থেকে দিবসটি আরো বর্ণাঢ্যভাবে উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এবারের অন্যান্য কর্মসূচী হচ্ছে র‍্যালি, কর্মসংস্থানমেলা, ভিডিও কনফারেন্সিং, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি রেডিও এবং টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। দেশের সকল জেলা-উপজেলা, বিদেশে অবস্থিত আমাদের সকল দূতাবাস এবং বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী কর্মীদের সকল সেবা একই ছাদের নিচে থেকে প্রদানের জন্য ২০ তলাবিশিষ্ট 'প্রবাসী কল্যাণ ভবন' উদ্বোধন করবেন।

অভিবাসী কর্মীদের হয়রানি বন্ধ, অভিবাসন ব্যয় হ্রাসকরণ, কর্মক্ষম-জনশক্তিকে যথাযথ প্রদান, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ব্যয় সাশ্রয়ী পন্থায় সহজে দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের জন্য ইতোমধ্যে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার বহুল প্রত্যাশিত ১৯৯০-এর কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে। লিবিয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রায় ৩৮ হাজার বাংলাদেশীকে দ্রুত দেশে ফেরত এনে সকলকে ৫০ হাজার টাকা করে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। এ সকল অভিবাসীবান্ধব কর্মপ্রচেষ্টা বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার স্বাক্ষর বহন করে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' ২০১১ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মকাণ্ডে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি। দিবসটি উদযাপনের পেছনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৮/১২/২০১১

ড. জাফর আহমেদ খান

Director General
International Organization for Migration (IOM)

IOM-OIM

MESSAGE

GENEVA- 18 December 2011 - With more than one billion migrants worldwide, 214 million of them international migrants, every country in the world is either dependent on the labour, skills and knowledge migrants bring or on the estimated US$ 404 billion they remitted in 2011. Yet migrants are among the most affected by the lack of access to health services. Linguistic or cultural differences, a lack of affordable health services or health insurance, administrative hurdles, legal status and the fact that migrants often work extremely long and unsocial hours, are among their key barriers.

There is an acceptance among States to address the health inequities among vulnerable communities in their countries. This acknowledgement needs to include migrants who unfortunately remain among the most discriminated and vulnerable group in today's society and who continue to be largely invisible on the global health agenda.

Migrants have proved time and again their positive contribution to the development of societies and economies. Their exclusion from health services and policies is not only a denial of the basic human right to health but also a misguided pandering to public fears and perceptions of migrants as a burden on social services. It is now time for countries to be bold, to take action and uphold a tenet they ascribe to - the right to health for all.

Ambassador William Lacy Swing

মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা প্রদান, তাদের অধিকার রক্ষা এবং দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ১৮ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক অধিকার দিবস' হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। প্রবাসে কর্মরত/বসবাসরত সকল ভাইবোনদের আমি জানাচ্ছি সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা।

দেশের বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম কর্মীকে যুগোপযোগী ও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রেরণের লক্ষ্যে সরকার সারাদেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নিয়োগ প্রক্রিয়ার তদারকি, সচেতনতা সৃষ্টি, প্রতারণা রোধসহ বিবিধ কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছে। এছাড়াও বিদেশ গমনকারী কর্মীর অধিকতর কল্যাণ ও সহজ ও নিরাপদ পন্থায় রেমিটেন্স প্রেরণের জন্যও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনের সহযোগিতার মাধ্যমে আশা করা যায় আগামী দিনগুলোতে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সহজ ও নিরাপদে এবং স্বল্পতম ব্যয়ে অভিবাসন সম্পন্ন হবে; প্রবাসে কর্মরত কর্মীদের প্রার্থিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

প্রতি বছর দেশের শ্রমবাজারে সংযুক্ত হচ্ছে প্রায় ২০ লক্ষ নতুন শ্রমশক্তি। এ বিপুল শক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এ লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাদের যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ক্ষেত্র সবিশেষ অবদান রাখছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১১ উদযাপন উপলক্ষে আয়েজিত সকল কর্মকাণ্ডে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

মো. হজরত আলী

নিরাপদ অভিবাসন অর্থনীতির উন্নয়ন

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১১' আগামী ১৮ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারীভাবে বাংলাদেশে পালিত হতে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ১৯৯০ সালের ১৮ ডিসেম্বরে 'সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ' সারা বিশ্বের অভিবাসীর অধিকার সংরক্ষণের মৌলিক সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-এর সহযোগিতায় ও তাদের অংশগ্রহণে ১৯৯৮ সালের ১৮ ডিসেম্বরে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে 'অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সাথে সংহতি দিবস' উদযাপন শুরু করে।

২০০০ সালের ২ নভেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ২৬টি দেশের উত্থাপিত রেজুলেশন মোতাবেক ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। তথা ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উদযাপনের ঘোষণা প্রদান করা হয়। ২০০০ সাল থেকে সিভিল সোসাইটি ও অন্যান্য অভিবাসী এসোসিয়েশনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও সবাই মিলে বেসরকারী উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে বেসরকারীভাবে উদযাপন করে আসছে এবং সেখানে সরকারী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছে। সরকারীভাবে ২০০৮ সাল থেকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উদযাপন শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের সরকার গত ২৪ আগস্ট ২০১১ তারিখে অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণে জাতিসংঘ সনদ ১,৯৯০টি রেটিফিকেশন করেছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ বছর জাঁকজমকভাবে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১১' উদযাপন হতে যাচ্ছে সবার সম্মিলিত প্রয়াসে।

জাতিসংঘ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' ঘোষণাপত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং মর্যাদার দিক দিয়ে সবাই সমান এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই আছে এবং অভিবাসী প্রেরণ ও গ্রহণকারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বীকৃতিস্বরূপ লক্ষ লক্ষ অভিবাসীর মৌলিক মানবাধিকারকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দিতে হবে। অভিবাসী অধিকার সংরক্ষণে, জাতিসংঘের এই ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ঘোষণায় জাতিসংঘ সকল সদস্য রাষ্ট্রকে এবং সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে অভিবাসীর অধিকার সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, অভিজ্ঞতা বর্ণনা ইত্যাদির মাধ্যমে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের আহবান জানায়। এই 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উদযাপনের মাধ্যমে—

- আমরা স্বীকৃতি দিতে চাই লক্ষ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক যারা বিশ্বের বহু দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে অবদান রাখছে।
- আমরা দাবি করছি যেন আজ হতে অভিবাসী ও তাদের পরিবারের ওপর কোন প্রকার প্রতারণা, নির্যাতন, অমানবিক আচরণ না হয় এবং তাদের মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষা করে সম্মান প্রর্দশন কর হয়।
- আমরা বিশ্বের সকল দেশের নিকট আহ্বান জানাব অতিসত্বর 'অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণে জাতিসংঘ সনদ ১৯৯০' রেটিফাই করার জন্য।

— সুশীল সমাজের পক্ষে
সৈয়দ সাইফুল হক, চেয়ারম্যান, ওয়ার‍্যাবী ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ হতে নারী অভিবাসন

দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ

ইউএন ওমেন, বাংলাদেশ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুতি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবের কারণে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মহীন। কর্মসংস্থানের প্রেক্ষাপটে নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান একদিকে যেমন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অপরদিকে দেশের জন্য তা উপকারীও বটে। কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশের কর্মজীবি নারীরা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করেন এবং বর্তমানে তাঁরা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও অভিবাসিত হচ্ছেন। ফলে নারী কর্মীকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং নিরাপদ অভিবাসনে সহায়তা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। দক্ষ কর্মীরা একদিকে যেমন প্রবাসে মর্যাদার সাথে কাজ করতে পারে অন্যদিকে তাদের অর্জিত রেমিটেন্সের পরিমাণও বেশি। নারী কর্মীর উপার্জন তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সহায়তা প্রদান করে। এ কারণে সরকারও বাধ্যতামূলক দক্ষতা অর্জন করে নিরাপদ নারী অভিবাসনের ওপর জোর দিয়েছে।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের পূর্বে সরকার কর্তৃক কর্মীদের হাউজ কিপিং, ভাষার ওপর ন্যূনতম দক্ষতা, সংশ্লিষ্ট দেশের সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, অধিকার ও প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার বিষয়াদির ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে কর্মীকে প্রতিকূল পরিবেশে সুরক্ষা এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে ক্ষমতায়ন করবে।

ইউএন ওমেন দীর্ঘদিন ধরে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে নারী কর্মীর নিরাপদ অভিবাসনের জন্য কাজ করে চলেছে। এছাড়াও অভিবাসী নারী কর্মীর ক্ষমতায়নের নিমিত্ত ইউএন ওমেন সরকার ও এর সহযোগীদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এবং সিভিল সোসাইটি, এনজিও, মিডিয়ার সঙ্গেও নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে।

আশা করা যায় আমাদের এ উদ্যোগ নারী কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিরাপদ অভিবাসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

অভিবাসী কর্মী তোমাকে সালাম, উন্নত করেছ তুমি দেশের নাম

দিন বদলের লক্ষ্য অর্জন, নিরাপদ অভিবাসন

অভিবাসীরা দেশে ফিরে, কর্মসংস্থান ঘরে ঘরে